৯. পুষ্টিহীনতাজনিত রোগ

রোগের লক্ষণ সমূহ

- পোনার বৃদ্ধি হয় না।
- শরীরের চেয়ে মাথা বড় হয়ে যায়।
- মাছ অন্ধ হয়ে যায়।
- পোনা ধীরে ধীরে খাদ্যাভাবে মারা যায়।

প্রতিকার / নিয়ন্ত্রণ

- আমিষ ও ভিটামিন জাতীয় উপাদান সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োগ করতে হবে।
- নিয়মিত এবং পরিমিত খাবার প্রয়োগ করতে হবে।

১০. গ্যাসজনিত বিষক্রিয়া

রোগের লক্ষণসমূহ

- পুকুরের তলার কাদায় চাপ দিলে দুর্গন্ধ পাওয়া যায় এবং বুদবুদ্ উঠে।
- রেণু পোনার গায়ে ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্ দেখা দেয়।
- মাছের গায়ে ফোস্‌কা পড়ে।
- পোনা চক্রাকারে ঘোরে।
- একসঙ্গে অনেক পোনা মারা যায়।

প্রতিকার / নিয়ন্ত্রণ

- পুকুরের তলার কাদা উঠিয়ে ফেলতে হবে।
- খাদ্য সাময়িককালের জন্য বন্ধ রাখতে হবে, শ্যাওলা তুলে ফেলতে হবে।
- প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে পাথর চুন প্রয়োগ করতে হবে।

১১. অক্সিজেনের স্বল্পতাজনিত মৃত্যু

রোগের লক্ষণসমূহ

- অর্ধমৃত মাছ দল বেঁধে পানির উপরিভাগে খাবি খায়।
- পোনার মুখ হা করা থাকে। মেঘলা দিনে বা সকালে এ সমস্যা বেশি হয়।
- পোনা খুব দ্রুত মারা যায়।

প্রতিকার / নিয়ন্ত্রণ

- পুকুরে প্লেট দিয়ে পানি ছিটাতে হবে।
- বাঁশ দিয়ে পানির উপরে পেটাতে হবে বা সাঁতার কাটলে অবস্থার উন্নতি হবে।
- শ্যালো টিউবওয়েল দিয়ে পানি তুলে স্প্রে করতে হবে।

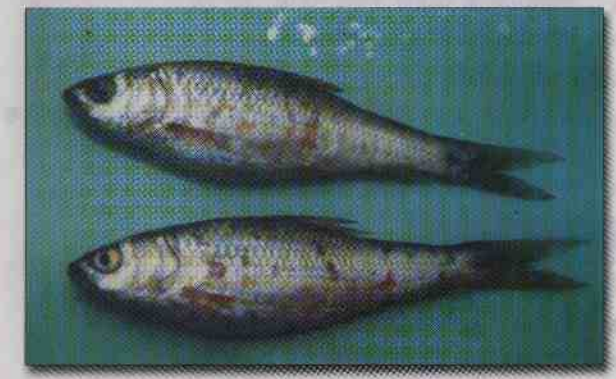

সম্প্রসারণ প্রচারপত্র নং - ৬

বিস্তারিত কারিগরী তথ্য জানতে হলে যোগাযোগ করুন ঃ

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
স্বাদুপানি কেন্দ্র
বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, ময়মনসিংহ
ফোন ঃ (০৯১) ৫৪২২১, ৫৪৬৩১, ৫৪৪৮৬

প্রকাশক ঃ মহাপরিচালক
বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট
ময়মনসিংহ-২২০১

দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

মুদ্রণেঃ পনির প্রিন্টার্স, ঢাকা, ফোন ঃ ৫০৯৪০১

মাছের রোগবালাই
প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ

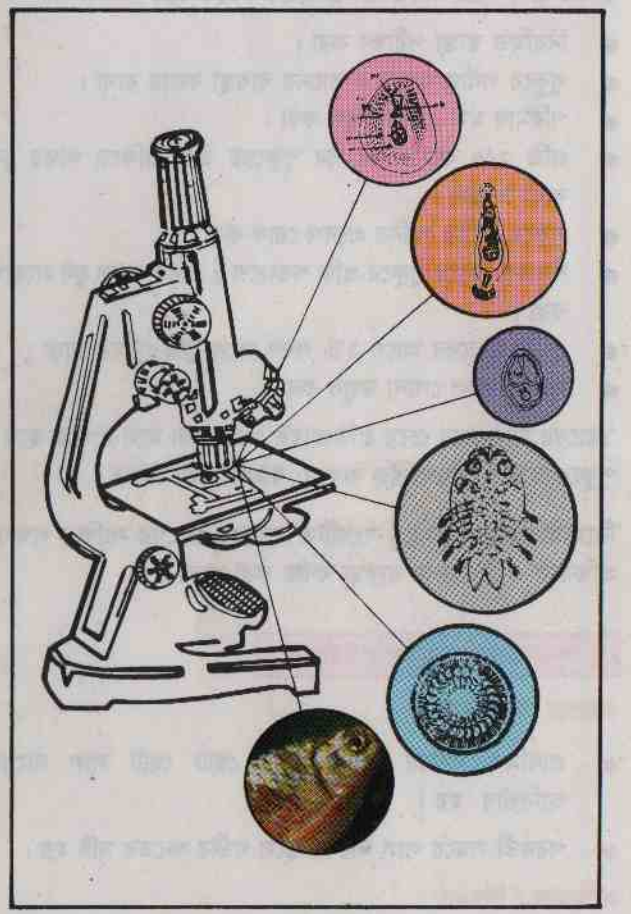

বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট
স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ

মাছের রোগবালাই মৎস্যচাষের একটি বিরাট অন্তরায়। পুকুরে সংক্রামক রোগবালাই এর আক্রমণ হলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানো সম্ভব হয় না। এতে চাষীর ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়। পুকুরে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখলে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ কারণে পুকুরের পরিবেশ মাছ চাষের উপযোগী রাখার জন্য নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।
- পুকুরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা বজায় রাখা।
- পরিমাণ মত পোনা মজুদ করা।
- প্রতি ২/৩ বৎসর পর পর পুকুরের তলা শুকিয়ে পাথর চুন ব্যবহার করা।
- পুকুরে বন্যার পানির প্রবেশ রোধ করা।
- শীতের প্রারম্ভে পুকুরে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা।
- পোনা মজুদের আগে ২% লবণ জলে ধুয়ে পুকুরে ছাড়া।
- সুস্থ ও সবল পোনা মজুদ করা।

'রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেয়' এটা মনে রাখতে হবে। পুকুরে আদর্শ পারিপার্শ্বিক অবস্থা বজায় থাকা উচিত।

নিম্নে বাংলাদেশের মাছে সংঘটিত সাধারণ রোগের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ, প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বর্ণনা করা হলো ঃ

১. ক্ষতরোগ বা আলসার ডিজিজ

রোগের লক্ষণসমূহ

- প্রাথমিক পর্যায়ে মাছের গায়ে ছোট ছোট লাল দাগের আবির্ভাব হয়।
- পরবর্তী সময়ে লাল দাগের স্থলে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

প্রতিকার / নিয়ন্ত্রণ

- প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।
- প্রতি কেজি খাবারের সাথে ৬০-১০০ মিগ্রাঃ টেরামাইসিন প্রয়োগ করতে হবে।
- মজুদের আগে পুকুর জীবাণু মুক্ত করতে হবে।
- পুকুরে যথেষ্ট আলো-বাতাসের ব্যবস্থা, পরিমিত খাবার প্রয়োগ, সঠিক বা স্বল্প ঘনত্বে মাছ চাষ করলে এ রোগের কবল থেকে মাছ রক্ষা করা সম্ভব।

২. লেজ ও পাখনা পচা রোগ

রোগের লক্ষণসমূহ

- লেজ ও পাখনার পর্দা ছিঁড়ে যায় বা ক্ষয় হয়।
- রং ফ্যাকাশে হয় ।
- মাছের মড়ক দেখা দেয়।

প্রতিকার / নিয়ন্ত্রণ

- আক্রান্ত পাখনা কেটে ফেলে ২% সিলভার নাইট্রেট দ্রবণে গোসল বা ২.৫% লবণ জলে গোসল করাতে হবে।

৩. আঁশ উঠে যাওয়া রোগ

রোগের লক্ষণসমূহ

- আঁশ ঢিলে হয় বা উঠে যায়।
- শরীর থেকে অধিক তরল পদার্থ বের হয়।
- মাছ অলসভাবে চলাফেরা করে।

প্রতিকার / নিয়ন্ত্রণ

- ২৫ মিগ্রাঃ হারে ক্লোরামফেনিকল ইনজেকশন প্রয়োগ করতে হবে।
- অথবা খাবারে ব্যবহার করতে হবে।

৪. ফুলকা পচা রোগ

রোগের লক্ষণসমূহ

- ফুলকা ফুলে যায়।
- ফুলকায় রক্ত জমাট বাঁধে।
- অধিক তরল বের হয়।
- শ্বাস কষ্ট হয়।
- মাছের মড়ক দেখা দেয়।

প্রতিকার / নিয়ন্ত্রণ

- ২.৫% লবণ জলে গোসল করাতে হবে বা ৫ পিপিএম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে ১ ঘন্টা গোসল করাতে হবে।

৫. পেট ফোলা রোগ (ড্রপসি)

রোগের লক্ষণসমূহ

- দেহভ্যন্তরে হলুদ বা সবুজ রং এর তরল পদার্থ জমা হয়।
- পেট ফুলে যায়।
- অলসভাবে চলাফেরা করে।
- মাছের শরীর থেকে অধিক তরল বা মিউকাস বের হয়।

প্রতিকার / নিয়ন্ত্রণ

- আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে দেহের তরল বের করে ফেলতে হবে।
- ১ কেজি খাবারের সঙ্গে ১০০ মিগ্রাঃ ষ্ট্রেপটোমাইসিন বা টেরামাইসিন ৭ দিন খাওয়াতে হবে।

৬. পরজীবীজনিত রোগ

রোগের লক্ষণসমূহ

- পোনা মাছে লক্ষণীয় ঃ অস্বাভাবিক সাঁতার কাটতে শুরু করে।
- চামড়া, ফুলকা ও পাখনায় সাদা গোল ছোট গুটি বা দাগ দেখা দেয়।
- দেহবর্ণ ধূসর নীল রং ধারণ করে।
- শ্বাস কষ্ট হয়, খাবার খায় না।
- ফুলকা ফুলে যায়।

প্রতিকার / নিয়ন্ত্রণ

- মাছের ঘনত্ব কমিয়ে ফেলতে হবে।
- ৫০ পিপিএম ফরমালিন দ্রবণে গোসল করাতে হবে বা ২০০ পিপিএম লবণ পানিতে গোসল করাতে হবে।
- পানি পরিবর্তন করতে হবে।
- পুকুরে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

৭. আরগুলোসিস বা মাছের উকুন

রোগের লক্ষণসমূহ

- উকুন খালি চোখে দেখা যায়।
- উকুন মাছের দেহপৃষ্ঠে বা পাখনায় লেগে থাকে।
- মাছ শক্ত কিছুতে গা ঘষে।
- মাছের গায়ে ছোট ছোট ক্ষতের সৃষ্টি হয়। রক্তক্ষরণও হতে পারে।

প্রতিকার / নিয়ন্ত্রণ

- ০.৫ পিপিএম ডিপটারেক্সে সপ্তাহে ১ বার ২৪ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে অথবা .০৫ পিপিএম ডিপটারেক্স পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

৮. ছত্রাকজনিত রোগ

রোগের লক্ষণসমূহ

- মাছের দেহে, ফুলকায় তুলার মত ছত্রাক দেখা দেয়।

প্রতিকার / নিয়ন্ত্রণ

- ০.৫-১ পিপিএম মিথাইলিন ব্লু দ্রবণে ২৪ ঘন্টা আক্রান্ত মাছকে ডুবিয়ে রাখতে হবে অথবা ০.০৫ পিপিএম ম্যালাকাইট গ্রীন দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে গোসল করাতে হবে।